শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 JAN 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম ৫

006

ঢাকা ঃ রবিবার, ২৫ পৌষ, ১৩৯৫

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন

আ, শ, ম, বাবর আলী

স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকেই আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত তা নিয়ে কোন একটা সুনির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছাতে আমরা সক্ষম হইনি। এ সমস্ত নিরীক্ষণের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক (অবজেকটিভ) প্রশ্নাবলী অন্যতম। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর বিভিন্ন প্রশ্নপত্রে বেশ কিছু অংশ উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নাবলী যোগ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নপত্রে এমনি ধরনের প্রশ্নের সংখ্যা শতকরা ১০ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত। অনেক ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলকও বটে। অর্থাৎ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পদ্ধতিতে এই শ্রেণীর প্রশ্নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নাবলী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— (ক) সত্য-মিথ্যা নিরূপণ, (খ) সঠিক জবাব নির্ধারণ, (গ) অশুদ্ধি সংশোধন, (ঘ) শূন্যস্থান পূরণ ইত্যাদি।

উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের বেশ কয়েকটি সুবিধাজনক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এর প্রবর্তন করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে—

(১) সংক্ষিপ্ত কলেবরে বিস্তারিত জ্ঞান পরীক্ষার সুযোগ

উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের জবাব বর্ণনা বা বিশ্লেষণমূলক নয়। বর্ণনা ভঙ্গির চেয়ে মৌল (বেসিক) এবং প্রকৃত (রিয়াল) জ্ঞান পরিমাপের পক্ষে এ পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের সাহায্যে স্বল্প কথায়, এমনকি একটি বা দু'টি শব্দের মাধ্যমেই প্রশ্নকর্তা পরীক্ষার্থীর বিস্তৃত জ্ঞান পরীক্ষায় সক্ষম হতে পারেন। বর্ণনামূলক জবাবের মাধ্যমে সীমিত সময়ে একজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে একটি বিষয়ে যেখানে খুব বেশী হলে ৮-১০টি বিষয়বস্তুর [illegible]র উক্ত পরীক্ষার্থীর মৌল জ্ঞান পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না, সেখানে উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে গোটা সিলেবাসের ওপর উক্ত পরীক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হতে পারে।

সময় বাঁচানো

সময় বাঁচানোর পক্ষে এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক। বর্ণনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে একজন পরীক্ষার্থীর যে নির্দিষ্ট জ্ঞানটুকু পরিমাপের জন্য যতটুকু সময়ের প্রয়োজন, উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে সেই পরিমাণ জ্ঞান পরিমাপের জন্য তুলনামূলকভাবে উক্ত সময় নিতান্তই নগণ্য। অর্থাৎ বর্ণনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর যেটুকু জ্ঞান পরিমাপ করতে অন্ততঃ ঘন্টা তিনেক সময়ের প্রয়োজন, উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের সাহায্যে তা মাত্র কয়েকটি মিনিটেই করা যেতে পারে। এটা পরীক্ষার্থীর এবং পরীক্ষক দু'জনার পক্ষেই লাভ।

(২) খরচ বাঁচানো

বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য সময়ের সাথে খরচের পরিমাণও বেড়ে যায়। বর্ণনামূলক জবাবে যেহেতু দীর্ঘ, সেহেতু তার জন্য কাগজ এবং অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজনও বেশী, যা কিছুটা ব্যয়বহুলও বটে। উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নাবলী এই ব্যয় সংকোচের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

(৩) শ্রম লাঘব করা

বর্ণনামূলক প্রশ্ন পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক উভয়েরই শ্রম বাড়ায়। এই শ্রেণীর প্রশ্নের জবাব সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। তাই তা লেখার জন্য পরীক্ষার্থীকে স্বাভাবিক কারণে একটু বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আর তা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষকের শ্রমও কিছুটা বেড়ে যায়। উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন উভয়কেই এই অতিরিক্ত শ্রম থেকে অব্যাহতি দেয়। অবশ্য জ্ঞানার্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রমের প্রয়োজন থাকলেও একটি সীমিত গণ্ডি থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে শ্রমের বিস্তৃতি ঘটালে তা অধিকতর ফলদায়কই হবে।

উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা ঃ প্রশ্ন কর্তার অদক্ষতা

কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নাবলীর উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন, আমাদের কাছে তা নৈরাস্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এর প্রবর্তন করা হয়েছিল, ফল হচ্ছে তার উল্টো। অর্থাৎ বর্ণনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের যতটুকু জ্ঞানের পরিমাপ সম্ভব হচ্ছিল, উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে তার একাংশও সম্ভব হচ্ছে না। অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ত্রুটির সাথে প্রশ্নকর্তার অদক্ষতাও এ ব্যর্থতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ব্যর্থতাসহ সে অদক্ষতার সবচেয়ে মুখ্য দিকগুলো একে একে আলোচনা করা হচ্ছে

১. সীমিত জ্ঞানদানে সহায়তা

আমাদের প্রশ্নকর্তারা সিলেবাস থেকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপরেই প্রশ্ন করে থাকেন, যার ফলে শিক্ষকদের, এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বকৃত 'সাজেশন' তার জন্য বিশেষভাবে কাজ দিচ্ছে। উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নোত্তর সম্বলিত সস্তাদামের অসংখ্য বইতে বাজার ছেঁয়ে গেছে। পরীক্ষার্থীরা তা তোতাপাখির মত কণ্ঠস্থ করে দিব্যি লাভবান হচ্ছে। সে লাভ জ্ঞানের ক্ষেত্রে না হলেও সস্তা সার্টিফিকেট ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তো বটেই।

উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন প্রস্তুতকালে প্রশ্নকর্তাকে এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উক্ত প্রশ্নসমূহ এমন ধরনের হওয়া উচিত, যা শুধুমাত্র কোনরকম প্রয়োজনীয় (ইম্পর্টেন্ট) বা অপ্রয়োজনীয় (আন-ইম্পর্টেন্ট)-এর আওতায় না পড়ে। অর্থাৎ কোন রকম 'সাজেশন' যেন এ সম্পর্কে না খাটে। সিলেবাসভুক্ত যেকোনও বিষয়বস্তুই প্রশ্নভুক্ত হতে পরে। তা যত গৌণই হোক না কেন?

২. একই বিষয়বস্তুর ওপর একাধিক প্রশ্ন

আমাদের প্রশ্নপত্রের উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নগুলো দেখে ধারণা জন্মে যে, আমাদের প্রশ্নকর্তারা যেন সমগ্র সিলেবাসটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করার শ্রম থেকে বিমুখ থাকতে চান। তাই মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদের মধ্য থেকে একই বিষয়বস্তুর ওপর একাধিক প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নপত্রটি ভরে তোলেন। এরফলে সম্পূর্ণ সিলেবাসের ওপর পরীক্ষার্থীদের পুরোপুরি জ্ঞানের বিচার সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তুলনামূলকভাবে বর্ণনামূলক প্রশ্নের সংখ্যা উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের চেয়ে সঙ্গত কারণেই কম। তাই নিতান্ত সীমিত মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে সমগ্র সিলেবাসের ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ এতে কম। উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন পদ্ধতির মধ্যে সে সুযোগ অবারিত। একথাটি প্রশ্নকর্তাকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে। তাই প্রশ্নপত্রের মধ্যে একই বিষয়বস্তুভুক্ত একাধিক প্রশ্নের সমাবেশ না ঘটিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা উচিত। সমগ্র প্রশ্নপত্রটি এমন হবে, যাতে সিলেবাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে সর্বশেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সবগুলো বিষয়ের ওপরই কিছু না কিছু প্রশ্ন সন্নিবেশিত হয়। অর্থাৎ একটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রটিই হবে উক্ত গোটা বিষয়ের একটা সিলেবাস।

৩. প্রশ্নকর্তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ

আমাদের প্রশ্নকর্তাদের কাছে উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন যেন একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে (মেথড অথবা টেকনিক) এসে থেমে গেছে। প্রশ্নকর্তা প্রতি বছর একই পদ্ধতিতে প্রশ্ন করে থাকেন। এরফলে চতুর পরীক্ষার্থীরা শুধুমাত্র উক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান রেখে সহজ কৃতকার্যতা লাভের পথ সুগম করে নিতে সক্ষম হচ্ছে। এতে করে প্রকৃত জ্ঞানের দিক থেকে তারা পঙ্গু হয়েই চলেছে।

এ ব্যাপারে প্রশ্নকর্তার সতর্কতা প্রয়োজন। কোনো একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা 'টেকনিকে' কখনই তিনি আবদ্ধ হবেন না। নিত্য-নতুন পদ্ধতি বা টেকনিকে তিনি প্রশ্ন করে চলবেন। প্রশ্নকর্তাকে সব সময়ই সচেতন থাকতে হবে যেন কোনরকম পদ্ধতি বা টেকনিক দ্বারা তিনি পরিচালিত না হন, বরং পদ্ধতি বা টেকনিক তাঁর দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ প্রশ্নকর্তাই হবেন নতুন নতুন পদ্ধতি বা টেকনিকের স্রষ্টা।

৪. নকলের সহজ সুযোগ

পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশ খাতায় উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের জবাবে দেখা যায় যে, পরীক্ষার্থীরা একই ধরনের জবাবে খাতা ভরে ফেলেছে। সে জবাব শুধু শুদ্ধের ক্ষেত্রে নয়, এমনকি ভুল জবাবও সবারই এক। তাই তা যে ধরনের ভুলই হোক না কেন। এ যেন 'গ্রেট মেন থিংক এলাইক'— এর মতো অবস্থা আর কি। অবশ্য এক্ষেত্রে ভুলের চেয়ে শুদ্ধই বেশী হয়। পরীক্ষা কক্ষে নকলের সুবিধার জন্য এমনটি সম্ভবপর। যেহেতু উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের জবাব মাত্র দু'একটি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেহেতু এতে নকলের সুবিধা অনেক বেশী। কক্ষমধ্যে মাত্র একজন পরীক্ষার্থীর শুদ্ধ হলে তাকে দেখে পাশের জন এবং তাকে দেখে আর অরেকজন— এমনি করে সমগ্র কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত জনের শুদ্ধতার জন্য তার নিজের চেয়ে কক্ষের বাইরে অব[illegible] তার শুভার্থী বন্ধুদের অবদানই [illegible]শী বন্ধুদের সরবরাহকৃত নকলই এই প্রথম শুদ্ধতার উৎস। জবাব সীমিত হওয়ায় দ্রুত সরবরাহের জন্য তা সহজতর। তাই এমনও দেখা যায়, যে পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের শতকরা ৭৫ নম্বরের বর্ণনামূলক প্রশ্নের জবাবে ১৮/২০-এর বেশী পাচ্ছে না, বাকী ২৫ নম্বরের উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের জবাবে ২০/২২, এমনকি ২৫ নম্বর সে অনায়াসেই পেয়ে মোট নম্বরে ভালভাবে পাস করে যাচ্ছে এতে করে উক্ত পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাপকরণ মোটেই সম্ভব হচ্ছে না।

প্রশ্নকর্তাকে এ ব্যাপারে আগেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। জবাবদানের সময় বিশেষভাবে সীমিত হলে এই প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে করে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কক্ষে অনুরূপ অসদুপায় গ্রহণের সুযোগ না পেতে পারে। পরীক্ষা কক্ষ থেকে প্রশ্নপত্র বাইরে যাওয়া এবং তার জবাব শুদ্ধ হয়ে পুনরায় কক্ষে ফিরে আসা, তারপর সমগ্র কক্ষে তার বিচরণে যে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়, প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে সেখানকার উক্ত সুযোগের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। এতে প্রয়োজনীয় সময়ের অভাবে পরীক্ষার্থীদের নকলপ্রিয়তার সুযোগ এবং আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে।

৫. চিন্তাশক্তির প্রতি গুরুত্বহীনতা

প্রশ্নপত্রের অধিকাংশ উদ্দেশ্যমূল[illegible] প্রশ্নগুলো দেখলে এগুলোর আর এ[illegible] ত্রুটির দিক ধরা পড়ে। তা [illegible] এগুলোর জবাব প্রদানের [illegible] পরীক্ষার্থীদের বিশেষ চিন্তার প্র[illegible] হয় না। এমনকি পাঠ্য [illegible] কতকগুলো নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদকে [illegible] শুধুমাত্র কণ্ঠস্থ করেই তারা [illegible] উৎরে যেতে পারে। কারণ[illegible] বইয়ের মধ্যকার সম্পূর্ণ [illegible] মাত্র।

প্রশ্নকর্তাকে এমনভাবে প্র[illegible] হবে যাতে করে পরীক্ষ[illegible] সুযোগটুকু না পেতে[illegible]